৫৬

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...26 NOV 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

রাজশাহী ভার্সিটিতে ছাত্র লীগ ও পুলিশের সাথে শিবিরের তুমুল সংঘর্ষ ঃ অর্ধ শতাধিক আহত

শেষের পাতর পর

জানায়। সোয়া বারোটার দিকে পুলিশ পুরো হল ঘিরে ফেলে। প্রক্টর জানিয়েছেন, অবস্থার অবনতি যাতে না হয় সে জন্য তিনি সকল ছাত্র সংগঠনের নেতাদের অনুরোধ জানান। এরই প্রেক্ষিতে শিবির সেক্রেটারী মাইনুল জোহা হলের সামনে যায়। এ সময় ভিতরে সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হলে ছাত্র লীগের ছেলেরা মাইনুলকে মারধর করে। পরে সংঘর্ষ পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে অন্তত শতাধিক রাউন্ড গুলী, ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। সংঘর্ষে আরএমপি এসে ফিরোজ খান নূর, মতিহার থানার ওসি শামসুদ্দীন, বোয়ালিয়ার ওসি লুৎফর রহমানসহ ১০ জন পুলিশ আহত হয়েছে বলে পুলিশ অভিযোগ করেছে। এতে শিবির কর্মীদের আহতের সংখ্যা ১৫ জন বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে ১৫ জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষ চলাকালে হলের ছাত্রদের মধ্যে চরম ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুরো ক্যাম্পাসে শিবির কর্মীরা তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ছাত্রশিবির সংঘটিত ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করে বলেছে, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে উত্তেজনাকর শ্লোগান ও সংঘর্ষের সময় পুলিশকে বারবার অনুরোধ করেও কোন কাজ হয়নি। হল গেটে পুলিশ থাকা অবস্থায় এবং আইন লংঘনকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পুলিশ ছুড়িকাঘাতে আহত শিবির নেতাসহ শিবির কর্মীদের গ্রেফতার করেছে। এতে পুলিশের "দুষ্টের লালন এবং শিষ্টের দমন" নীতিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পুলিশ কর্তৃক জোহা হলের ২০৭, ২২০, ২৪৯সহ অনেক কক্ষ, এসএম আমীর আলী ও হাবিবুর রহমান হলে ছাত্র লীগ কর্মীরা তাদের কক্ষ ভাংচুর ও তছনছ করে। পুলিশের গুলীতে তাদের ১০ জন আহত হয়েছে বলে দাবী করেছে। এ ব্যাপারে পুলিশের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ছাত্র লীগ বলেছে, আসন্ন কাউন্সিল উপলক্ষে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ মিছিলে শিবির কর্মীরা হামলা করেছে। এতে তাদের অনেকেই আহত হয়েছে। ক্যাম্পাসে বর্তমানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। সশস্ত্র ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করছে বলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়।

প্রক্টরের ভাষ্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর প্রফেসর ডঃ মোখলেসুর রহমান এ প্রতিনিধিকে জানান, ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগ কর্মীরা অনুমতি না নিয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ক্যাম্পাসে ও হলসমূহে মিছিল বের করে। এ জন্য তাদেরকে শো'কজ করা হয়েছে। তারা হলসমূহে উত্তেজনাকর শ্লোগানসহ মিছিল বের করে। তারা এমন শ্লোগান দিচ্ছে কেন, শিবির এর প্রতিবাদ করাতে আমি সবাইকে শান্ত থাকতে অনুরোধ করি। তখন মাইনুল সেখানে গেলে আহত হয় এবং পুলিশ তাকে নিয়ে যায়। শুনেছি পুলিশের সাথে শিবিরের সংঘর্ষ হয়েছে। হল ভাংচুর হয়েছে। গতকাল (মঙ্গলবার) ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সংগঠন মিছিল করেছে। তাদেরকেও শো'কজ করা হয়েছে।

এদিকে গত ২৩-১১-৯৭ ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ছাত্র লীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদককে জানানো হয়, "ক্যাম্পাসে অথবা হলসমূহে কোন প্রকার প্রচার, মিছিল করা যাবে না। ২৬ নভেম্বর বেলা ১১টা হতে ১২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের প্রধান রাস্তায় শুধুমাত্র সম্মেলনের প্রচার ও সংযতভাবে মিছিল করতে পারবে।" বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদের এক জরুরী সভা সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোখলেসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বলা হয়, শান্তিপূর্ণ ক্যাম্পাসে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে আক্রমণাত্মক শ্লোগানের মাধ্যমে হলসমূহে মিছিল বের করে উত্তেজনা সৃষ্টি করে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। গতকাল দুপুরেও তারা ক্যাম্পাসে জঙ্গী মিছিল বের করে। সভায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রয়েছে। কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের নিরস্ত্র না করে উল্টো সব দোষ প্রতিবাদকারীদের ঘাড়ে কি করে চাপানো যায়, সেই অপচেষ্টায় লিপ্ত। সভায় এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ক্যাম্পাসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নীলনক্সা বাস্তবায়নের অপচেষ্টা হতে বিরত থাকার জন্য আহবান জানানো হয়।

এদিকে নির্ভরযোগ্য ও ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, ছাত্র লীগের ২৭ তারিখের কাউন্সিলে বিবদমান গ্রুপসমূহের মধ্যে একটি পদ ভাগাভাগি-তে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকায় যে কোনোভাবে কাউন্সিলের তারিখ পিছানোর জন্য পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই কৌশলে "কোন একটা কিছু" করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। তারই অংশ এই ঘটনা। জোহা হলের ছাত্ররা জানায়, রাত চারটার দিকে পুলিশ জোহা হলে সাধারণ ছাত্রদের বেধড়ক লাঠিপেটা করে। টিয়ারগ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধ এবং গণপিটুনিতে ছাত্ররা বিহ্বল হয়ে পড়ে। গতকাল কোন বিভাগেরই পরীক্ষা হয়নি। কারো কোন কর্মসূচীর খবর পাওয়া যায়নি। বোয়ালিয়া থানা পুলিশ জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় ২২/২৩ জনকে আসামী করে মতিহার থানায় একটি মামলা হয়েছে। এর বেশী তারা জানাতে অক্ষম বলে উল্লেখ করে। মতিহার থানায় বার-বার যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি।

রাজশাহী ভার্সিটিতে ছাত্র লীগ ও পুলিশের সাথে শিবিরের তুমুল সংঘর্ষ ঃ অর্ধশতাধিক আহত

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ গত সোমবার মধ্যরাত থেকে প্রায় শেষ প্রহর পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ ও পুলিশ বনাম ছাত্র শিবির কর্মীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা আশংকাজনক। ছাত্র লীগ কর্মীদের ছুরিকাঘাতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবির সেক্রেটারী মাটিতে লুটিয়ে পড়ার মুখে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্র জানায়, শিবির সেক্রেটারী মাইনুল ইসলামসহ পুলিশ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ২৭ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করে। সংঘর্ষে মতিহার থানা ওসিসহ ১০ জন পুলিশও আহত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ছাত্র লীগ কর্মীরা ক্যাম্পাস ও হলসমূহে মিছিল বের করে। মিছিলের শ্লোগান ছিল, 'সাত দলীয় জোটের বিরুদ্ধে, ডাইরেক্টর এ্যাকশন, হরতাল করিস না, পিঠের চামড়া থাকবে না, শিবির মারার এ্যাকশন ডাইরেক্ট এ্যাকশন, ধর ধর শিবির ধর, ধরে ধরে জবাই কর" ইত্যাদি। রাত সাড়ে দশটার দিকে এই মিছিলকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে তা পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, এই শ্লোগানসহ মিছিলটি জোহা হলের করিডোর দিয়ে যাবার সময় জনৈক শিবির কর্মী টয়লেট থেকে ফিরতে মিছিলকারীদের দ্বারা নাজেহাল ও আহত হয়। উত্তেজনাকর শ্লোগান এবং এই ঘটনায় উত্তেজনা চূড়ান্ত রূপ নেয়। রাত সাড়ে ১১টার দিকে উভয় পক্ষের কর্মীদের মাঝে প্রথম হাতাহাতি হয়। পৌনে বারটার দিকে বেশ কিছু বহিরাগত বাইরে থেকে জোহা হল লক্ষ্য করে আক্রমণ শুরু করে বলেও জোহা হলের ছাত্ররা

(৩-এর পাতায় দেখুন)